বিভক্তির সাতকাহন - ১৬

ভজন সরকার

ধর্মীয় বিভক্তির মূলে আছে স্বাতন্ত্র্যবোধ লোপ পাবার আশঙ্কা । হিন্দু শুধু হিন্দু আর মুসলমান শুধুই মুসলমান হিসেবে পরিচিত ও স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে চায় । আর এই ইচ্ছে ও আকাঙ্খা কতটুকু বাস্তব আর কতটুকু প্রাগতৈহাসিক সে বাস্তব বোধটুকু মনে হয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি বিভিন্ন কারণে । আর সমস্ত কিছু বাদ দিলেও আমরা যারা বেড়ে উঠেছি টালমাটাল বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিশেষতঃ স্বাধীন বাংলাদেশে , তাদের মত হতভাগা বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই । সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কয়েক বছর বাদ দিলে, বাংলাদেশে বেড়ে ওঠার ইতিহাস প্রতিক্রিয়াশীলতাকে সাথি করেই পথ চলার ইতিহাস । তা সে পাঠ্যপুস্তক থেকে আরম্ভ করে প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়া যাই হোক না কেন । এক ইতর ইচ্ছা আর লোভ সর্ব ব্যাপী বিস্তৃত । আর তা হলো ওই ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধ জাগিয়ে তোলা ।

নিতান্তই কিছু সৌভাগ্যবান ছাড়া প্রায় সকলেই এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা সাঁতরে পার হয়েছি- যা ছিল অসত্য-অর্ধ সত্য কিংবা বানোয়াট । কবিতার ক্লাসে পড়ানো হয়েছে এমন কিছু কবিতা -যার নির্বাচন সাহিত্য মান দন্ডে না হয়ে হয়েছে কবির ধর্মীয় পরিচয়ে । ইতিহাসে সেই বড় মহান -যে যত অত্যাচারি আর বিধর্মী নিধনে অগ্রগামী । তাই আকবর নয়, বাবর -শাজাহান-ই শ্রেষ্ঠ মোঘল অধিপতি । পঁচাত্তর পরবর্তী কয়েক বছর সামরিক শাসক তার অস্তিত্ব রক্ষাতেই এত সময় ব্যয় করেছে যে পাঠ্য পুস্তককে ততটা প্রগতি-পরিপন্থী করতে পারে নাই । যদিও মহান এক সংবিধানের বারোটা বাজিয়ে পাকাপোক্ত করে গেছে ভবিষ্যত অধোঃপাতের সিঁড়ি । আর তারই ধারাবাহিকতায় আজকের বাংলাদেশ- মৌলবাদের এক নিরাপদ চারণভূমি ।

সামাজিক ক্ষেত্রেও দুর্বৃত্তায়ন এতটাই প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, আমাদের চারপাশে বিশেষ বেদনায় লক্ষ্য করেছি, যে যত পঁচে যায় সেই হয়ে ওঠে সমাজের মাথা । তা রাজনীতি, ব্যবসা,চাকুরী কিংবা শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই । অবক্ষয়ের এ চূড়ান্ত সময়ে বেড়ে উঠেছে বাংলাদেশের তরুন প্রজন্ম । ধর্মের নামে , ধর্মীয় লেবাসে (যদিও লেবাসই ধর্মের গোঁড়ার কথা) যে বিষবৃক্ষ আলো-বাতাস আর রাষ্ট্রীয় উর্বরতায় বেড়ে উঠে পরিনত হয়েছে মহিরূহে, তার হাত থেকে কারও রেহাই আছে কি?

কানাডায় জন্ম নেয়া সদ্য ইস্কুলগামী ছেলের অদ্ভুত সব জিজ্ঞাসা আর সবার মতই । তার প্রিয় খেলনা -যা কিম্ভুত শব্দে কাঁপিয়ে দেয় পিলে । মেজাজ খারাপ করে খেলা বন্ধ করে দিয়েছে ওর মা । প্রচন্ড মানসিক কষ্টে বাবার কাছে নালিশ আধো বাংলা- আধো ইংরেজি মিশিয়ে ,‘‘ মা, আমার ফিলিংসে হার্ট করেছে ’’ । সাড়ে চার বছরের এক বালকের মত সারাজীবন শিক্ষায়তন থেকে শুরু করে সমাজ কিংবা কর্মক্ষেত্রেও ‘‘ফিলিংসে হার্ট’’ খেতে খেতেই বেড়ে উঠেছি আমরা। গ্রাম গঞ্জের ই-স্কুল কলেজের কথা বাদই দিলাম , বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষায়তন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাও কি সুখকর ? প্রথম বর্ষে হাতে-কলমে হাঁতুড়ি আর ওয়েলডিং শিক্ষার ব্যবহারিক ক্লাশের সেই শিক্ষক -যার কথা আর বয়ান শুনে মনেই হতো না এটা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় না আলেয়া মাদ্রাসা । ক্লাসে উপস্থিত প্রায় বিশ শতাংশ তথাকথিত কাফেরের মানসিকতায় যে প্রচন্ড আঘাত - কে তাকে থোড়াই কেয়ার করে?

অদ্ভুত বিস্ময়ে দেখেছি কি আশ্চর্য নীরবতায় সংখ্যালঘুরা দেশান্তরি হয়েছে । আমার স্বপ্নের গ্রাম - যার দক্ষিনে এক বিরাট বট গাছ চৈত্রের দুপুরে কি শীতল ছাঁয়া দিত । শীতল পাটি বটের ঘন ছায়ায় বিছিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ করেছিলাম এস,এস,সি পরিক্ষার ফলাফলের অবসরে । পশ্চিম মানিকগঞ্জের এক প্রত্যন্ত গ্রাম । আশপাশ মিলিয়ে কয়েক হাজার মধ্য-নিম্ন মধ্যবিত্ত বৈশ্যের বাসস্থান । প্রায় বাড়িতেই স্নাতকোত্তর না হলেও স্নাতক ডিগ্রিধারী নিতান্ত একজন পাওয়া যাবেই । অধিকাংশের পেশাই শিক্ষকতা - না হলে ব্যবসা কিংবা জমির আবাদ দেখাশুনা । বাবাকেও জিজ্ঞাসা করেছি কিসের এই মায়া । অনায়াসেই তো চলে যাওয়া যেতো শহরের কোন লোভনীয় চাকুরিতে । অথচ ঢাকায় মামার কাছে বেড়ে ওঠা আমার সাহিত্যনুরাগি মাকেও ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে পৈতৃক পেশা সেই শিক্ষকতায় । তাও আবার এই নিতান্ত গ্রামে । এক প্রসন্ন হাসিতে বাবা বুঝিয়ে দিতেন এটা আমাদের গ্রাম - যেখানের শরৎ আর শীত মানেই যাত্রা আর নাটক , বারমাস সাংস্কৃতিক উৎসব , ফ্রেব্রুয়ারীতে প্রভাত ফেরি, মহররমে পাশের গ্রাম থেকে বের করা তাজিয়া মিছিল '' হায় হোসেন, হায় হাসান '' ফোরাতের রক্ত স্নাত সেই শোকাবহ ঘটনা । এত সাঙ্কৃতিক পরিমন্ডল ছেড়ে কোথায় যাবেন আমার বাবা। নাটক আর খেলাধূলা যার রক্তের মধ্যে মিশে আছে । পশ্চিম মানিকগঞ্জের প্রায় সর্বত্র যিনি শ্রদ্ধেয় '' মাষ্টার মশাই ''। হিন্দু-মুসলমান সবার সুখ-দুঃখে যার সমান উপস্থিতি । কি প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব আর নিরপেক্ষতায় সব জুলুম আর অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক সাহসি পুরুষ । ছোট বেলাতে বাবার মতো হবার স্বপ্নে বিভোর থাকতাম আমরা । হয়তো আরও অনেকেই থাকেন আমাদের মতোই তেমনি । সব বাবা- রা বোধ হয় এমনই হয়ে থাকেন!

এই কিছুদিন আগে এক ওয়েব সাইটে ভোটার তালিকা দেয়া হয়েছে । প্রায় দু'দশক গ্রামের সাথে সম্পর্কহীন আমি বিপুল আগ্রহ নিয়ে বের করলাম আমার গ্রাম । কি অচেনা লাগছিলো সব নাম । কই আমাদের গ্রামে তো কোন মুসলমান ছিলো না ? কোথায় গেলো সেই মন্ডলেরা? কোথায় রায় পরিবার? মিনতি-আরতি ওদের তো বিয়ে হয়েছিল গ্রামেই ? আমার ছোট বেলার খেলার সাথিদের নাম তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি । কেউ কোথাও নেই ? মাত্র দু' দশকেই একটি জাতিগোষ্ঠি এমন ভাবে উধাও হয়ে গেলো ? সবার নাম খুঁজতে খুঁজতে কখন চোখের পাতা ভিজে গেছে এই সূদূর লেক সুপিরিয়রের পাড়ে !

নিজের অক্ষমতা আমাকে পীড়া দেয় মাঝে মাঝে । আমি দাঁড়াতে পারি নি ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতায় । তাদের শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাই মেয়ে জামাইদের সাথে কাটিয়ে দিচ্ছেন তার কষ্টের অবসর পরদেশে- পরবাসে । কে দাঁড়াবে এই ভাঙ্গানের বিপরীতে ?

(চলবে)

।। সেপ্টেম্বর,২০০৬, কানাডা ।। sarkerbk@gmail.com